তারিখ ... 04 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

সংবাদ

আমলাদের গাফিলতি ও স্কুল মালিকদের তদবিরের চাপ

হাইকোর্টের নির্দেশনার পর ৩ বছরেও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের নীতিমালা হয়নি

রাকিব উদ্দিন

উচ্চ আদালতের নির্দেশনার তিন বছর চলে গেলেও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল পরিচালনায় নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিএনপি-জামায়াতপন্থি আমলাদের উদ্দেশ্যমূলক গাফিলতি এবং ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের তদবিরের চাপেই এই কার্যক্রম ঝুলে রয়েছে। এই নীতিমালা প্রণয়নের নামে সভা, কর্মশালা– এই ধরনের কাজে নিয়মিত মোটা অংকের অর্থও ব্যয় হচ্ছে। নীতিমালা না থাকায় শিক্ষার্থীদের উগ্র-মতবাদে উদ্বুদ্ধ করা, ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায়, অনুমোদনহীন পাঠ্যসূচি পাঠদান, জাতীয় দিবস পালন না করা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি অবজ্ঞা করাসহ নানা ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো। কার্যত এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বলে মনে করছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ ব্যাপারে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষানীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিনডারগার্টেন থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ক্ষেত্রে সেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। এমনকি শিক্ষা আইনও করা হলো না। যেভাবেই হোক এটা বারবার আটকে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সফল হবে না।'

জানা গেছে, নিবন্ধনহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত শিক্ষা বোর্ডের কাছে নেই। মন্ত্রণালয় ও মাউশি কর্তৃপক্ষও এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। দু'একটি ছাড়া সাময়িক নিবন্ধনপ্রাপ্ত প্রায় সবকটি স্কুলই সাময়িক অনুমোদনের শর্ত যথাযথভাবে মানছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। উন্নত শিক্ষা বিস্তারের নামে এসব প্রতিষ্ঠান বেপরোয়া শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক এটিএম মঈনুল হোসেন সংবাদকে বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনায় ২০০৭ সালের একটি নীতিমালা এমনিতেই আছে। এরপরও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার খসড়া তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছিলাম। সেটি এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি।'

তিনি জানান, 'ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বর্তমানে নিবন্ধিত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল রয়েছে ১০২টি। তবে অনিবন্ধিত এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে অনেক। এর সঠিক তথ্য বোর্ডের হাইকোর্টের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

হাইকোর্টের : নির্দেশনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাছে নেই।'

মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

জানা গেছে, ২০১১ সালে শিক্ষা বোর্ডগুলো অবৈধভাবে পরিচালিত হওয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এসব স্কুলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা এবং ভর্তি ফি ও মাসিক বেতনের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব আরোপ। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

পরবর্তীতে ২০১৩ সালে দেশে পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা দেন উচ্চ আদালত। সে অনুযায়ী দ্রুতই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়।

কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তারা এ নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। উল্টো এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদকে (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব) আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যাতে প্রাধান্য দেয়া হয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রধানদের। ওই কমিটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরিতেই তিন মাস সময় ক্ষেপণ করে।

এরপর শিক্ষামন্ত্রী এই নীতিমালা চূড়ান্ত করতে কয়েক দফা তাগাদা দিলেও ফাইল নড়েনি। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখার দুজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের মালিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে এ সংক্রান্ত নীতিমালার খসড়া ফাইলবন্দী করে রেখেছেন বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন। বিতর্কিত দুই আমলার গ্রামের বাড়ি বাক্ষণবাড়িয়া ও সিলেটে।

আদালতের নির্দেশনায় যা ছিল

২০১৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে 'ফ্রি স্টাইলে চলছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল' শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপা হয়। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ বিষয়ে নীতিমালা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন দুই শিক্ষার্থীর